কর ব্যবস্থার ভূমিকা
Introduction to Taxation

১

ভূমিকা
Introduction

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজস্ব আয়, জিডিপির হার বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা তথা সামগ্রিক উন্নয়নে আয়করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯২২ সালের আয়কর আইনকে সংশোধিত আকারে ১৯৭২ সালে আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ব্যাপক পরিবর্তন করে "আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪" প্রবর্তন করা হয়। আয়কর আইন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রতি বছর (Statutory rules and order) SRO এবং অর্থ আইনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে হয়। ব্যক্তি, একমালিকানা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি ব্যবসায় কোম্পানি তথা সকল সুনাগরিকেরই একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর প্রদান করা। তাই অধুনা আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে সকলেরই কম-বেশী ধারণা থাকা আবশ্যক। আর এজন্যই আয়কর বিষয় হিসেবে আজকাল এতো জনপ্রিয়। এ ইউনিটে আমরা আয়কর সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : করের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-১.২ : করের কানুন, প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা।
পাঠ-১.৩ : কতিপয় মৌলিক ধারণা।
পাঠ-১.৪ : আয়কর কর্তৃপক্ষ।
পাঠ-১.৫ : আয়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ।
পাঠ-১.৬ : করদাতার শ্রেণিবিভাগ ও আবাসিক মর্যাদা।

মূখ্য শব্দ	কর, আয়কর, কর রেয়াত, আয়বর্ষ, করবর্ষ, উৎস কর, করঘাত, করপাত, কর অবকাশ, টিআইএন।

পাঠ-১.১ করের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য
Definition, Purposes and Characteristics of Tax

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- করের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- করের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- করের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

করের সংজ্ঞা
Definition of tax

সরকারের ব্যয়ের নানবিধ খাত রয়েছে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, সমাজ কল্যাণ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি। এসব খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর রাজস্বের উপর বেশী নির্ভর করতে হয়। ব্যক্তি আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় করে অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় করে আর সরকার ব্যয়ের সাথে আয়ের সমন্বয় করে অর্থাৎ আগে ব্যয় নির্ধারণ করে পরে সে অনুযায়ী আয় অর্জনের চেষ্টা চালায়। আর এক্ষেত্রে কর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বা খাত। সহজভাবে বলতে গেলে কোনরূপ প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে সুনির্দিষ্ট আইন ও নিয়মনীতির আওতায় জনসাধারণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বলা হয় কর বা Tax। কর প্রদান বাধ্যতামূলক বলে যার উপর কর ধার্য করা হয় সে ঐ কর প্রদানে বাধ্য থাকে এবং কর প্রদানের বিনিময়ে করদাতা রাষ্ট্র বা সরকারের নিকট সরাসরি কোনো সুবিধা দাবী করতে পারে না।

করের উদ্দেশ্য
Purposes of Tax

দেশ পরিচালনা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক কল্যান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কর এরুপ ব্যয় নির্বাহের জন্যে সরকারের একটি প্রধান হাতিয়ার বা উৎস।

কর ধার্যের কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: -

১. **রাজস্ব আদায় :** কর ধার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আদায় করা। সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। কর রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস।

২. **শিল্প সংরক্ষন :** দেশের শিল্প খাতকে সংরক্ষনের প্রয়োজনেও কর ধার্য্য করা হয়। এ উদ্দেশ্যে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উপর কম হারে এবং বিদেশ হতে ঐ একই পণ্য আমদানির উপর বেশী হারে কর ধার্য করা হয়। ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটে।

৩. **ভোগ নিয়ন্ত্রণ:** ভোগ নিয়ন্ত্রণ কর ধার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিলাস সামগ্রী ও ক্ষতিকর দ্রব্যের উপর কর ধার্য করে তাদের ব্যবহার কমানো ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪. **সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা:** সুনির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের উপর কর অব্যাহতি বা বিনিয়োগ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে করদাতাকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা হয়।

৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে কর ধার্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন প্রভৃতি নানবিধ উন্নয়ন সাধনের জন্যে সরকারের বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। কর ধার্যের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে সরকার এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

৬. **আয়ের পুনর্বন্টন:** দেশের সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনে কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধনীদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করে ধনী ও দারিদ্রের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দুর করা হয়। ধনীদের উপর আয়কর, সম্পদ কর, দান কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ জনকল্যান খাতে ব্যয় করে সরকার জাতীয় আয়ের পুনর্বন্টনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৭. **সামাজিক নিরাপত্তায়:** দেশের জনগণের নিরাপত্তায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতি কর্মসূচী বাস্তবায়নে কর রাজস্ব সরকারকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে।

৮. **অবকাঠামো উন্নয়ন:** সরকার জনসাধারনের উপর কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে।

৯. **পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ:** দেশি বিদেশি পুঁজিপতিগণকে কর সংক্রান্ত নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়া হয়। এদের মধ্যে কর অবকাশ, অবচয় ভাতা, বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রভৃতি অন্যতম।

করের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Tax

কোনরূপ প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে দেশের উন্নয়ন ও দেশ পরিচালনার জন্যে জনগন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে বা সরকারী কর্তৃপক্ষকে যে অর্থ প্রদান করে, তাকে বলা হয় কর। করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. **বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় :** সরকারকে কর প্রদান করতে জনগণ বাধ্য। অর্থাৎ সরকার যার উপর কর ধার্য্য করবে সে তা প্রদানে বাধ্য থাকবে, কোনভাবেই এড়িয়ে চলতে পারবে না।

২. **অর্থদন্ড বা জরিমানা নয়:** কর দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনে আরোপিত অর্থদন্ড বা জরিমানা হতে পৃথক। জরিমানা ধার্য করা হয় নিদিষ্ট কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য, কিন্তু কর ধার্যের এরূপ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না।

৩. **রাজস্বের উৎস:** কর সরকারি রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও প্রধান হাতিয়ার। সরকার ব্যয়ের সাথে আয়ের সমন্বয় করে এবং কর ধার্যের মাধ্যমে প্রত্যাশিত আয় বা রাজস্ব আদায় করে থাকে।

৪. **প্রত্যক্ষ প্রতিদানহীন:** কর প্রদানের সাথে সরকারের সেবার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ 'আগে কর প্রদান আগে সেবা' কিংবা 'অধিক কর প্রদান অধিক সেবা' এরূপ কোনো সম্পর্ক নেই।

৫. **পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়ক:** করধার্য করা হয় পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়ক এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ কর ধার্যের জন্যে পূর্ব থেকেই একটা ভিত্তি বা গাইড লাইন থাকে।

৬. **কর আরোপকারী:** কর অবশ্যই সরকার বা বৈধ সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর আরোপ করতে পারে না।

৭. **কর ফি নয়:** কর ফি নয় অর্থাৎ ফি এর মতো করের কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধা নেই।

৮. **সম্পদ হস্তান্তর:** করের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তি খাত হতে সরকারি খাতে হস্তান্তরিত হয়।

৯. **কর হার পরিবর্তনশীলঃ** করের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যে কোনো সময় সাধারণ বাজেট প্রণয়নের সময় কর হার পরিবর্তন করে থাকে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যে সরকারের অন্যান্য রাজস্ব আয় থেকে কর রাজস্ব ভিন্নতর।

সারসংক্ষেপঃ

কর সরকারি আয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকটা নিশ্চিত উৎস। সরকারের নানাবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে ব্যয়ের প্রয়োজন হয় কর রাজস্বের মাধ্যমে তার সিংহভাগ পূরন করা হয়। কোনোরূপ প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে সুনির্দিষ্ট আইন ও নিয়মনীতির আওতায় জনসাধারন সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকেই কর বলা হয়। রাজস্ব আদায়, শিল্প সংরক্ষন, ভোগ নিয়ন্ত্রন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, আয়ের পুনঃ বন্টন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কর ধার্য করা হয়ে থাকে। নানবিধ কারনে কর রাজস্ব অন্যান্য রাজস্ব আয় থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। যেমন - বাধ্যতামূলক প্রদেয়, প্রত্যক্ষ প্রতিদানহীন, সম্পদ হস্তান্তর, পূর্বনির্ধারিত ভিত্তি, কর হারের পরিবর্তন প্রভৃতি।

পাঠ-১.২ করের কানুন, প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে করের ভূমিকা
Canons, Types and Role of Tax in Economic Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- করের কানুন বর্ণনা করতে পারবেন।
- করের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে করের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

করের কানুন
Canons of Tax

কর আরোপের জন্যে সরকার কিছু নির্ণায়ককে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়। এগুলোকে বলা হয় করের কানুন বা নিয়ম-নীতি। এ কানুনগুলো অনুসরনের ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নে করের কতিপয় কানুন উল্লেখ করা হলো :-

১. **সমতার নীতি :** এ নীতি অনুযায়ী করদাতা তার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করবে। এ নীতি অনুযায়ী করদাতাদের ত্যাগের অনুপাত সমান হয়।

২. **নিশ্চয়তার নীতি:** কখন কর প্রদান করতে হবে, কত টাকা কর প্রদান করতে হবে, কীভাবে প্রদান করতে হবে প্রভৃতি করদাতা আগে থেকেই জানতে পারবেন, এটিই হচ্ছে নিশ্চয়তার নীতি।

৩. **সুবিধার নীতি:** কর প্রদানে করদাতা যেন সর্বোচ্চ সুবিধা পায় এটিই হলো সুবিধার নীতি। যেমন - ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বছর শেষে চাকুরিজীবিদের নিকট থেকে মাসিক বেতন পাওয়ার পর, কৃষকের নিকট থেকে উৎপন্ন ফসল ঘরে তোলার পর কর আদায় করা হলে তাদের পক্ষে কর প্রদান সুবিধা হয়।

৪. **মিতব্যয়িতার নীতি:** কর আদায় খরচ যাতে যথাসম্ভব কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর আদায় করতে হবে। কর আদায় যদি সংগৃহীত রাজস্বের বেশীর ভাগ খরচ হয়ে যায় তাহলে উন্নয়ন কাজে করের ভূমিকা ম্লান হয়ে যাবে।

৫. **উৎপাদনশীলতার নীতি:** কর আদায় নীতি হবে উৎপাদনশীল। অর্থাৎ কর থেকে সরকার যাতে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারে এবং সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. **নমনীয়তার নীতি:** করের পরিমাণ যাতে কম বেশী করা যায় করনীতি সেভাবে নমনীয় হওয়া উচিত। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সরকারী ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করনীতিও নমনীয় হওয়া উচিত।

৭. **সরলতার নীতি:** কর ধার্য ও আদায় ব্যবস্থা সহজ সরল হওয়া দরকার যাতে করদাতার পক্ষে কর সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝা সহজ হয়। আমাদের দেশে স্বনির্ধারনী পদ্ধতি সহজ বলে অনেক জনপ্রিয়।

৮. **বহুমূখীকরন নীতি:** এ নীতি অনুযায়ী কর ব্যবস্থা এমন হবে যেনো প্রত্যেকে কিছু কর প্রদান করে। সর্বস্তরের জনগনকে করের আওতায় আনা ও কর রাজস্ব বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে আমাদের দেশে আয়কর, সম্পদ কর, দান কর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর চালু করা হয়েছে।

৯. **উৎস নীতি:** এ নীতি অনুযায়ী কর ধার্যের জন্যে নতুন নতুন উৎস খুজতে হবে। উৎস যত বেশী হবে রাজস্ব আয় ও করের আওতা তত বাড়বে।

আমাদের দেশে উপরোক্ত কানুনগুলো পুরোপুরি পালন করা সম্ভব না হলেও অধিকাংশই অনুসৃত হয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই এ কানুনগুলো শতভাগ মেনে চলা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিবেচনায় আমাদের দেশের কর ব্যবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক

করের প্রকারভেদ

Types of Tax

কর সরকারি রাজস্বের প্রধান উৎস। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করের শ্রেণি বিভাগ করা যায়। নিম্নে প্রধান কয়েকটি শ্রেণি বিভাগ দেখানো হলো :

১। **প্রত্যক্ষ কর :** যে কর প্রথমে যার উপর ধার্য করা হয় চুড়ান্তভাবে তাকেই পরিশোধ করতে হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ এ কর কোনোভাবেই অন্যের উপর চাপানো যায় না। যেমন - আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর প্রভৃতি।

২। **পরোক্ষ কর :** কোনো ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে সে যদি করের ভার অন্যের উপর চাপাতে পারে তাকে বলা হয় পরোক্ষ কর। এরূপ করের বোঝা প্রাথমিকভাবে একজন বহন করলেও পরে তা অন্যের উপর চাপাতে পারে। যেমন ভ্যাট, বিক্রয় কর, আমদানী শুল্ক প্রভৃতি।

৩। **প্রগতিশীল কর :** যে কর ব্যবস্থায় করের ভিত্তি বাড়ার সাথে সাথে কর হারও বাড়ে তাকে বলা হয় প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মোট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে করের হারও বৃদ্ধি পায়।

৪। **সমানুপাতিক কর ব্যবস্থা :** সকল স্তরের আয়ের উপর যদি একই হারে কর ধার্য হয় তবে তাকে সমানুপাতিক কর বলা হয়। অর্থাৎ আয় যে পরিমানই হোক না কেন সকলকে একই হারে কর প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আয়ের পরিমান বেশী হলে করের পরিমান বাড়বে কিন্তু হার সমান থাকবে।

৫। **পশ্চাৎ গতিশীল কর :** যে কর ব্যবস্থায় করের ভিত্তি বাড়ার সাথে সাথে করের হার কমে যায় তাকে বলা হয় পশ্চাৎ গতিশীল কর ব্যবস্থা। এতে মোট করের পরিমান কিছুটা বাড়লেও করের হার কমে।

৬। **একক কর :** কোনো দেশে যদি একটিমাত্র কর ধার্য করা হয় তখন তাকে বলা হয় একক কর। বর্তমানে এ ধরনের করের প্রচলন নেই।

৭। **বহুবিধ কর :** এটি একক কর ব্যবস্থার সম্পূর্ন বিপরীত। যখন একটি দেশের জনসাধারনের উপর বিভিন্ন ভিত্তির উপর নির্ভর করে কর ধার্য করা হয় তখন তাকে বহুবিধ কর বলে। যেমন - আয়ের উপর আয়কর, সম্পদের উপর সম্পদ কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পুরক কর প্রভৃতি।

এছাড়াও ধনাত্নক কর, ঋণাত্নক কর, কেন্দ্রীয় কর, স্থানীয় কর প্রভৃতিও করের শ্রেনি বিভাগের আওতায় পড়ে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Direct Tax and Indirect Tax

আমরা জানি যে করের ভার বা বোঝা অন্যের উপর চাপানো যায় না বা এড়ানো যায় না তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অপরপক্ষে যে করের ভার বা বোঝা অন্যের উপর চাপানো বা স্থানান্তরিত করা যায় তাকে বলা হয় পরোক্ষ কর।

নিম্নে এ দু'প্রকার করের প্রধান কয়েকটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর
১। আওতা	শুধুমাত্র বেশী আয়ের লোকদেরকে প্রত্যক্ষ করের আওতাভুক্ত করা হয় বলে এর আওতা সীমিত।	আয়ের পরিমান নির্বিশেষে সকলকে পরোক্ষ করের আওতাভুক্ত করা হয় বলে এ করের আওতা ব্যপক।
২। নিশ্চয়তা	প্রত্যক্ষ কর নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট। করদাতা এরূপ কর পরিশোধের সময়, পরিমান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত থাকে।	পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা, সময়, পরিমান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকে না।
৩। প্রভাব	এ কর নগদ সরাসরি পরিশোধ করতে হয় বলে করদাতার মনে বিরোপ প্রভাব ফেলে।	এ কর সরাসরি নগদ পরিশোধ করতে হয় না বলে এরূপ কোনো বিভক্তির কারন হয় না।
৪। কর ফাঁকি	প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বেশী	পরোক্ষ কর যেহেতু পণ্যের দামের সাথে যুক্ত

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর
		থাকে তাই ফাঁকি দেয়া যায় না।
৫। আদায় খরচ	প্রত্যক্ষ করের আদায় খরচ সাধারণত বেশী হয়।	পরোক্ষ করের অদায় খরচ কম।
৬। স্থিতিস্থাপকতা	প্রগতিশীল কর বলে প্রত্যক্ষ কর স্থিতিস্থাপক।	পরোক্ষ কর সাধারণত অস্থিতিস্থাপক
৭। কর আরোপ	প্রত্যক্ষ কর সাধারণত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপ করা হয়।	এ কর ভোগ্য পণ্যের উপর আরোপ করা হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলো থাকলেও একটি দেশের রাজস্ব আদায়ে উভয় প্রকার করই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে করের ভূমিকা

Role of Tax in Economic Development

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে বুঝায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় আয় আবার জাতীয় উৎপাদন নির্ভর। জাতীয় উৎপাদন আবার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আবার কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কর অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করে:

১। সরকার করের মাধ্যমে উৎপাদনের চারটি উপাদান, যথা ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে।

২। সরকার করের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। অতিরিক্ত করারোপ করা বা কর প্রত্যাহার করা সম্ভব।

৩। সরকার করারোপের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে।

৪। কর ধার্যের মাধ্যমে আয়ের পুনঃ বন্টন সুষম করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে।

৫। সরকার করারোপ করে রাজস্ব সংগ্রহ করে মৌলিক শিল্প প্রক্রিয়া, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

৬। সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী করহার পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

৭। সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

৮। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনে অন্যান্য রাজস্বনীতির সাথে করনীতিও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে ব্যবহার করতে পারে।

৯। ব্যক্তি বিশেষ ও অঞ্চল বিশেষের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সার্বিক উন্নয়ন করতে পারে।

১০। কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

১১। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে বিদেশি পণ্যের উপর অতিরিক্ত করারোপ করে উন্নয়ন সম্ভব।

১২। ক্ষতিকারক ও বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন করারোপ করে হ্রাস করে উন্নয়ন সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করের ভূমিকা ব্যাপক। কারণ করের মাধ্যমে রাজস্ব সৃষ্টি হয় এবং সেই রাজস্বের দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

সারসংক্ষেপ:

কর আরোপের জন্যে সরকার কিছু নির্ণায়ককে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়, এগুলোকে বলা হয় করের কানুন বা নিয়ম-নীতি। সমতার নীতি, নিশ্চয়তার নীতি, সুবিধার নীতি, মিতব্যয়িতার নীতি করের প্রধান প্রধান কানুন। আমাদের কর ব্যবস্থায় কিছু কর প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর, আবার কিছু কর পরোক্ষ কর যেমন ভ্যাট।

পাঠ-১.৩ কতিপয় মৌলিক ধারণা
Some Basic Concepts

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্তি করদাতার করের হার জানতে পারবেন।
- উৎসে কর কর্তনের বিধান জানতে পারবেন।
- কর অবকাশ এবং আয়বর্ষ ও করবর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- টি.আই.এন, করঘাত ও করপাত কী তা বলতে পারবেন।

করের হার
Tax Rate

করের হার বলতে অর্থ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হারকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর নির্ধারনী বছরে কর নির্ধারণ করা হয়। অর্থ আইন ২০২১ অনুযায়ী ব্যক্তি করদাতা, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, অংশীদারি ফার্ম, ব্যাক্তি সংঘ এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সহ অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের ওপর আয়কর হার নিম্নরূপ:

(ক) প্রথম ৩,০০,০০০ টাকার উপর	০%
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে

(i) মহিলা করদাতা, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং ৬৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা।

(ii) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয় সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা

(iii) গেজেটভূক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয় সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা

কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের জন্যে করমুক্ত আয় সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশী হবে।
তবে ন্যূনতম/ সর্বনিম্ন করদায় হবে ঃ
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী করদাতার জন্যে ৫,০০০ টাকা।
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্যে ৪,০০০ টাকা।
সিটি কর্পোরেশনের বাহিরের করদাতার জন্যে ৩,০০০ টাকা।

কর রেয়াত
Tax Credit

কোনো ব্যক্তির কর নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর রেয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট হারে কর ছাড় পাওয়া যায়। এটি মূলত আয় নয় বরং আয় হতে বিনিয়োগ। তাই একে বিনিয়োগ ভাতাও বলা হয়। এ আয়ের উপর ক্ষেত্র বিশেষে ১৫%, ১২% কিংবা ১০% হারে রেয়াত বা ছাড় পাওয়া যায় যা মোট কর থেকে বাদ দেয়া হয়।

উৎসে কর কর্তন

Tax Deducted at Sources

আয় প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আয় প্রদানের সময় আয়কর কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করাকে উৎসস্থলে কর কর্তন বলা হয়। আয়কর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে এভাবে কর্তিত অর্থ চালানের মাধ্যমে কর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হয়। এরূপ কর্তিত করের পরিমান কম বা বেশী হলে পরবর্তীতে তা সমন্বয় করা হয়।

কর অবকাশ

Tax Holiday

সাধারণভাবে বলা যায় কোনো প্রতিষ্ঠানকে আয়কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়াকে কর অবকাশ বলা হয়। তবে আয়করের ক্ষেত্রে কর অবকাশ বলতে কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ শিল্পখাতকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে কর প্রদান হতে অব্যাহতি দেয়াকে কর অবকাশ বলা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্প এ ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। আঞ্চলিক সুষম উন্নয়নই এর প্রধান লক্ষ্য। নতুন শিল্প উদ্যোক্তারা এ ধরনের সুবিধার জন্যে শিল্প স্থাপনে (বিশেষত অনগ্রসর এলাকায় শিল্প স্থাপনে) আগ্রহী হয়ে থাকেন।

আয় বর্ষ ও কর বর্ষ

Income year & Assessment year

আয় বর্ষ

Income year

কর নির্ধারনী বছরের ঠিক পূর্ববর্তী অর্থ বছরই হলো আয় বছর বা আয় বর্ষ। এটি সাধারণত জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের জুন মাসে সমাপ্ত হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুরুর তারিখ থেকে পরবর্তী ৩০ জুন পর্যন্ত যতদিন হোক সেটা ১২ মাসের কম হলেও সেটাকে আয়বর্ষ ধরতে হবে।

কর বর্ষ

Assessment year

যে আর্থিক বছরে কর ধার্য করা হয় সে আর্থিক বছরকে কর নির্ধারণী বর্ষ বা করবর্ষ বলা হয়। আয়কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের ১ জুলাই হতে শুরু করে ১২ মাস সময়কালকে কর নির্ধারনী বর্ষ বলা হয়। করদাতার আয় বর্ষের ওপর তার করবর্ষ নির্ভরশীল। আয়কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সাধারনত করদাতার আয়কর নির্ধারিত হয় তার আয় বর্ষের পরবর্তী আর্থিক বছরে।

নতুন ব্যবসায় বা পেশার ক্ষেত্রে প্রথম আয়বর্ষ ১ বছরের কম হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী আয় বছরগুলো ১২ মাস বা ১ বছরের কম হতে পারবে না। এছাড়া স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগী ব্যক্তি, কারবার বা পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ ও করবর্ষ একই হতে পারে।

টি আই এন

TIN

অর্থ আইন ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ১৮৪ (বি) ধারা নতুন ভাবে সংযোজন করে করদাতার জন্যে TIN বা Tax Payers Identification Number চালু করা হয়। ১ জুলাই ১৯৯৪ থেকে এটি কার্যকর হয়। এর পূর্বে সংশ্লিষ্ট করদাতাকে কর অফিস থেকে GIR নম্বর দেয়া হতো। TIN করদাতার জাতীয়ভিত্তিক শনাক্তকরণ নম্বর। তবে অর্থ আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে TIN পরিবর্তন করে e-TIN বা Electronic Tax Payers Identification Number প্রবর্তন করা হয়। গতানুগতিক ১০ সংখ্যার TIN এর পরিবর্তে ১২ সংখ্যার e-TIN এর মাধ্যমে করদাতাগণ Online এ নিবন্ধন TIN সনদসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এর ওয়েবসাইট থেকে যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন।

করঘাত ও করপাত

Impact of Tax & Incidence of Tax

করঘাত

Impact of Tax

করঘাত হচ্ছে করদাতার সাথে করের প্রথম স্পর্শ বিন্দু। কর আরোপের পরে প্রাথমিক আর্থিক ভার যার ওপর বর্তায় অর্থাৎ করের ঘাত বা আঘাত যার ওপর পড়ে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর পরিশোধ করতে হবে। যেমন - একজন উৎপাদনকারীর ওপর যদি উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর ৭.৫% কর ধার্য করা হয় তবে উৎপাদনকারীকেই তা পরিশোধ করতে হয়।

করপাত

Incidence of Tax

করপাত হচ্ছে করের চুড়ান্ত আশ্রয়স্থল। যার ওপর প্রাথমিকভাবে কর ধার্য করা হয় সে যদি করভার শেষ পর্যন্ত অন্যের ওপর স্থানান্তর করতে পারে বা চাপিয়ে দিতে পারে তবে তাকে বলা হয় করপাত। যেমন কাপড় উৎপাদনকারী কাপড়ের ওপর ধার্যকৃত কর প্রাথমিকভাবে বহন করলেও শেষ পর্যন্ত তা দ্রব্যমূল্যের সাথে যোগ করে ক্রেতার ওপর চাপিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে করপাত। প্রত্যক্ষ করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করঘাত একজন বহন করলেও করপাত অপর জনের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় বা স্থানান্তর করা যায়।

সারসংক্ষেপঃ

করদাতার করদায় করবর্ষে প্রযোজ্য করের হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। ন্যূনতম করধার্য সীমার উর্ধ্বের করদাতাকে নিদৃষ্ট হারে কর প্রদান করতে হয়। আবার অঞ্চলভেদে ন্যূনতম একটি করের পরিমাণও আছে, যা ক্ষেত্র বিশেষে ৫,০০০ টাকা, ৪,০০০ বা ৩,০০০ টাকা। আয়বর্ষে নির্দিষ্ট কিছু খাতে বিনিয়োগ করলে করদাতা কর রেয়াত সুবিধা পেতে পারেন। এ ছাড়াও কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন, e-TIN প্রবর্তন সহ কর রাজস্ব সংগ্রহ ও কর প্রদান প্রক্রিয়া আধুনিকীকরন করা হয়েছে।

পাঠ-১.৪ আয়কর কর্তৃপক্ষ
Income Tax Authority

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আয়কর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো তুলে ধরতে পারবেন।
- আয়করের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।
- আয়করের বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

ভূমিকা
Income

কর সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী যেমন করদাতা সনাক্তকরণ, করদাতার মোট আয় নির্ণয়, কর নির্ধারণ, কর আদায়, কর সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি, কর আইন ও নীতিমালা তৈরী প্রভৃতির জন্যে প্রত্যেক দেশে একটি যোগ্য ও শক্তিশালী কর কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশেও কর সংক্রান্ত প্রশাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে যোগ্য কর্তৃপক্ষ রয়েছেন।

আয়কর কর্তৃপক্ষ
Income Tax Authority

সাধারণভাবে আয়কর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হন। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারার বিধান অনুযায়ী যে সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী আয়কর সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনা করেন সম্মিলিতভাবে তাদেরকে আয়কর কর্তৃপক্ষ বলা হয়। এছাড়াও আয়কর অধ্যাদেশের ১১ ধারা অনুযায়ী গঠিত অ্যাপিলেট ট্রইবুনাল এবং ২০০৩ সালের অর্থ আইন অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

কার্যসম্পাদনের ভিত্তিতে আয়কর কর্তৃপক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, (খ) বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

(ক) **প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ :** ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারার বিধান অনুযায়ী গঠিত কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বলা হয়। এ কর্তৃপক্ষ কর প্রশাসন পরিচালনা, ব্যবস্থপনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। করদাতা শনাক্তকরণ, করদাতা শ্রেণীবদ্ধকরণ, মোট আয় ও করদায় নির্ণয় এবং কর আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাজ।

(খ) **বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ :** ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ১১ ধারা অনুযায়ী যে কর্তৃপক্ষ আয়কর সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদন করেন তাদেরকে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বলা হয়। কোনো করদাতা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তোষ্ট না হলে এ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ, আপিল আপত্তি উপস্থাপন করতে পারেন। এগুলো নিস্পত্তি করা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাজ।

নিম্নে আয়কর কর্তৃপক্ষের একটি ছক উপস্থাপন করা হলো:-

আয়কর কর্তৃপক্ষ

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ	বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ
১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১। অ্যাপিলেট ট্রইব্যুনাল/ট্রাইব্যুনাল
২। চীফ কমিশনার অব ট্যাক্সেস	২। কর কমিশনার আপিল
৩। পরিদর্শন মহাপরিচালক - কর	৩। অতিরিক্ত কর কমিশনার

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ	বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ
৪। কর কমিশনার - বৃহদাকার কর প্রদানকারী ইউনিট ৫। মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ ৬। মহাপরিচালক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল ৭। কর কমিশনার ৮। অতিরিক্ত কর কমিশনার পরিদর্শন ৯। যুগ্ম কর কমিশনার পরিদর্শন ১০। উপ-কর কমিশনার ১১। সহকারী কর কমিশনার ১২। কর আদায়কারী অফিসার ১৩। অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ১৪। কর পরিদর্শক	৪। যুগ্ম কর কমিশনার আপিল

নিম্নে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :-

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ:

১। **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড :** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে আয়কর আইন অনুযায়ী সকল প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে। এ বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

২। **চীফ কমিশনার অব ট্যাক্সেস :** অর্থ আইন ২০১১ এর মাধ্যমে আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে চীফ কমিশনার অব ট্যাক্সেস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ধারা ৪ এর উপধারা ২ সংশোধনের মাধ্যমে চীফ কমিশনার অব ট্যাক্স হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যাক্তিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়োগ দিতে পারেন।

৩। **পরিদর্শন মহাপরিচালক - কর : ১৯৯১** সালের অর্থ আইনের ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন মহাপরিচালক কর এর পদ সৃষ্টি করা হয়। পরিদর্শন মহপরিচালক - কর সাধরণত আয়কর মামলাসমূহ তদন্ত, আয়কর সংক্রান্ত মামলাসমূহ ও অফিস নিরীক্ষা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আয়কর সংক্রান্ত অফিস সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

৪। **কর কমিশনার - বৃহদাকার কর প্রদানকারী ইউনিট : ১৯৯৯** সনের অর্থ আইনে আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারায় ২(বি) উপধারায় সংযোজন করে এ পদটি সৃষ্টি করা হয়। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং বোর্ডের নির্দেশ মত তার কার্যবলি পরিচালনা করেন।

৫। **মহাপরিচালক - প্রশিক্ষণ :** ২০০৩ সালের অর্থ আইনে আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারার ২ (সি) উপধারা সংযোজনের মাধ্যমে এ পদটি সৃষ্টি করা হয়। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। মহাপরিচালক প্রশিক্ষন এর প্রধান কাজ হলো আয়কর বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৬। **মহাপরিচালক - কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল :** ২০০৪ সালের অর্থ আইনে আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারায় ২ (সি) উপধারা সংযোজন করে এ পদটি সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ পদে নিয়োগদান করেন। এরা আয়কর অধ্যাদেশের ১১৩, ১১৬ ও ১১৭ ধারার ভিত্তিতে তথ্য যাচাই, তদন্ত করা, জব্দ করা, তল্লাশী এবং আটক করার কার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন।

৭। **কর কমিশনার :** কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং বোর্ডের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে কার্য সম্পাদন করেন। তারা নির্দিষ্ট আয়কর এলাকার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকেন।

৮। **অতিরিক্ত কর কমিশনার - পরিদর্শন :** অতিরিক্ত কর কমিশনার পরিদর্শন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তার কার্য পরিচালনা করে থাকেন। অধস্তনদের কার্যাবলী তদারক ও নির্দিষ্ট অঞ্চলের কর ফাঁকি রোধ করাই তার প্রধান কাজ।

৯। **যুগ্ম কর কমিশনার - পরিদর্শন :** যুগ্ম কর কমিশনার পরিদর্শন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি কর কমিশনারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থেকে আয়কর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন। কর কমিশনার তাদের কাজের পরিসর স্থির করেন।

১০। **উপ - কর কমিশনার :** উপ - কর কমিশনার হচ্ছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়কর কর্তৃপক্ষ। তিনি আয়কর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি সহ বিচার বিভাগীয় দায়িত্বও পালন করে থাকেন। নিজ আওতাভূক্ত এলাকায় তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১১। **সহকারী কর কমিশনার :** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পিএসসি কর্তৃক আয়োজিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সহকারী কর কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। উপ-কর কমিশনারের অনুরূপ কর কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন।

১২। **কর আদায়কারী অফিসার :** কর আদায়কারী অফিসার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন। বকেয়া কর আদায় করাই তার প্রধান কাজ।

১৩। **অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার :** অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি কর কমিশনারের অধীনে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

১৪। **কর পরিদর্শক :** কর পরিদর্শক সাধারণত উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি উপ-কর কমিশনারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। আয়কর সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনে তিনি উপ-কর কমিশনারকে সাহায্য করে থাকেন।

বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ:

১। **অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ঃ** আয়কর অধ্যাদেশের **১১** ধারায় বিধান অনুসারে এ ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ সরকারের আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এতে একজন সভাপতি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য থাকেন। এটা আয়কর সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। আয়করের বিষয়ে এ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

২। **কর কমিশনার আপিল ঃ ১৯৯০** সালের অর্থ আইনে আয়কর সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এ পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি উপ-কর কমিশনার বা যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারনের শুনানি পরিচালনা করে ন্যায় সঙ্গঁত রায় প্রদান করেন।

৩। **অতিরিক্ত কর কমিশনার - আপিল ঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত কর কমিশনার আপিল নিযুক্ত হন এবং রাজস্ব বোর্ড ও কর কমিশনার - আপিল এর নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে আপিল সংক্রান্ত বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। বিচার কার্য সম্পাদনে তিনি স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

৪। **যুগ্ম কর কমিশনার -আপিল ঃ** যুগ্ম কর কমিশনার আপিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন। বিচার কার্য সম্পাদনে তাঁরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেন। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিচার কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

সারসংক্ষেপ:

কর সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্যে আমাদের দেশে একটি শক্তিশালী কর কর্তৃপক্ষ রয়েছে। আয়কর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত। কার্য সম্পাদনের ভিত্তি এ কর্তৃপক্ষ দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

পাঠ-১.৫ আয়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
Definition, Characteristics and Classification of Income

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আয়করের দৃষ্টিকোন থেকে আয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- আয়ের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা
Introduction

একজন করদাতার সঠিক আয় এবং প্রদেয় আয়কর নির্ণয়ের জন্যে আয়করের উদ্দেশ্যে আয়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং আয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ পাঠে আমরা এসব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

আয়ের সংজ্ঞা
Definition of Income

আয় বলতে সাধারণত অর্জনকে বুঝায়, অর্থাৎ যা কিছু আসে তাই আয়। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে আয়ের কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে কোন কোন উৎসের প্রাপ্তিকে আয় ধরা হবে তা বলা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৩৪) ধারায় নিম্নোক্ত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

(i) যে কোনো উৎস হতে আয়, লাভ বা মুনাফা যা ২০ ধারায় উল্লেখিত খাতসমূহের অন্তর্ভূক্ত
(ii) উক্ত আয়, লাভ বা মুনাফা গণনায় কোনো লোকসান হলে
(iii) পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানির অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি
(iv) অত্র অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানের আওতায় বাংলাদেশে প্রাপ্য, অর্জিত বা প্রাপ্ত আয় অথবা প্রাপ্য, অর্জিত বা প্রাপ্ত বলে বিবেচিত আয়

আদালতের দৃষ্টিতে আয় : আদালত বিভিন্ন মামলার রায়ের মাধ্যমে আয়ের যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছে নিম্নে তার দু'টো উল্লেখ করা হলো:

(i) CIT vs Hinds Construction Ltd. (1972) মামলার রায়ে বলা হয়েছে, "Income is what comes in from outside, No man can make a profit by dealing with himself" অর্থাৎ 'বাহির হতে যা আসে তাই আয়। কোনো মানুষই নিজের সাথে ব্যবসা করে লাভ করতে পারে না।
(ii) Bhagwan Das Jain vs Union of India (1981) মামলার রায়ে বলা হয়েছে, "Essentially, the concepts of income indicates Something which goes in to the Pocket of the assesee and not what saves its Pocket" –অর্থাৎ মূলত: আয়ের ধারণা হলো যা করদাতার পকেটে আসে তা আয়, খরচ বাদ দেয়ার পর উদ্বৃত্ত অংশ নয়। অর্থাৎ মোট প্রাপ্তিকে আয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে, খরচ বাদ দেয়ার পর যে উদ্বৃত্ত অংশ থাকে তা নয়।

পরিশেষে বলা যায়, আয় বলতে নির্দিষ্ট উৎস থেকে নিয়মিত ভাবে বা আশানুরূপ নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্থ বা অর্থের আকারে যে প্রাপ্তি ঘটে আয়করের উদ্দেশ্যে তাই হলো আয়।

আয়ের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Income

সাধারণভাবে যে কোনো উপার্জনই আয়। কিন্তু আয়কর আইনে আয় বলতে ঐ আয়কেই বুঝায় যার ওপর কর ধার্য করা যায়। আয়কর সংক্রান্ত মামলার রায়ে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ-

(i) **অর্থ বা অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য ঃ** আয় অর্থ বা অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যেমন নিয়োগকর্তার নিকট থেকে কর্মীর প্রাপ্ত নগদ যানবাহন ভাতা যেমন আয় তেমনি প্রাপ্ত যাতায়াত সুবিধা বা যানবাহন সুবিধাও আয়। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত ভাড়া মুক্ত বাসস্থান সুবিধাও আয়।

(ii) **তৃতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত ঃ** আয় অবশ্যই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। যেমন নিজের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলিত অর্থ আয় নয়।

(iii) **প্রাপ্ত বা প্রাপ্য ঃ** কোনো প্রাপ্তি বাস্তবে পাওয়া গেলে আয় বলে গণ্য হবে। তবে যে আয় এখনও হাতে আসেনি কিন্তু পাওয়ার নিশ্চিত অধিকার জন্মেছে তাও আয়।

(iv) **বৈধ ও অবৈধ প্রাপ্তি ঃ** শুধুমাত্র বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্তিই আয় বলে গণ্য হবে এমন নয়, অবৈধ উৎস হতে প্রাপ্তিও করধার্যোপযোগী আয় হতে পারে।

(v) **নির্দিষ্ঠ উৎস হতে প্রাপ্তি ঃ** আয়ের অবশ্যই নির্দিষ্ট উৎস বা খাত থাকতে হবে। যেমন ২০ ধারা অনুসারে আয়ের ৭টি খাতের উল্লেখ আছে, আবার ২৪ বিধি অনুসারে আয়কর রিটার্ণে ১০ টি খাতের উল্লেখ আছে।

(vi) **বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছামূলক প্রাপ্তি ঃ** আয় বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছামূলক প্রাপ্তি উভয়ই হতে পারে। যেমন বেতন, বোনাস, বাধ্যতামূলক প্রাপ্তি যা আয় হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু চাকুরির ন্যায় কিন্তু মালিক কর্মচারিকে যাতায়াতের গাড়ী দিলে তা অবশ্যই আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(vii) **নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রাপ্তি ঃ** আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত উভয়ই হতে পারে। যেমন বেতন একটি নিয়মিত আয়, আর লটারির পুরস্কার অনিয়মিত আয়।

(viii) **লোকসান ঃ** আয়ের মধ্যে লোকসান অন্তর্ভূক্ত থাকবে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট বছরে বিভিন্ন খাতের আয়ের সাথে কোনো নির্দিষ্ট খাতের লোকসান হলে তা সমন্বয় করা হবে।

(ix) **প্রকৃত আয় ঃ** আয় করের উদ্দেশ্যে আয় অবশ্যই প্রকৃত হতে হবে অর্থাৎ এটা প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হতে হবে। কল্পনা প্রসূত হলে হবে না।

(x) **সঞ্চিত অর্থ ঃ** কোনো নির্দিষ্ট বছরের আয় হতে ব্যয় করার পর সঞ্চিত অর্থ পরবর্তী বছরের আয়ের সাথে যোগ করা হবে না। কারণ এটি পূর্ববর্তী বছরের আয় হিসেবে গণনা করা হয়ে গেছে।

আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়ের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Income for Income Tax Purpose

করদাতার সকল প্রকার প্রাপ্তি আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্য আয় নয়। কোনো কোনো আয় মোট আয়ের অন্তর্ভূক্ত হলেও ঐ আয়ের উপর কর রেয়াত পাওয়া যায়, আবার কোনোটির উপর গড় হারে কর ছাড় পাওয়া যায়। আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়ের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ:

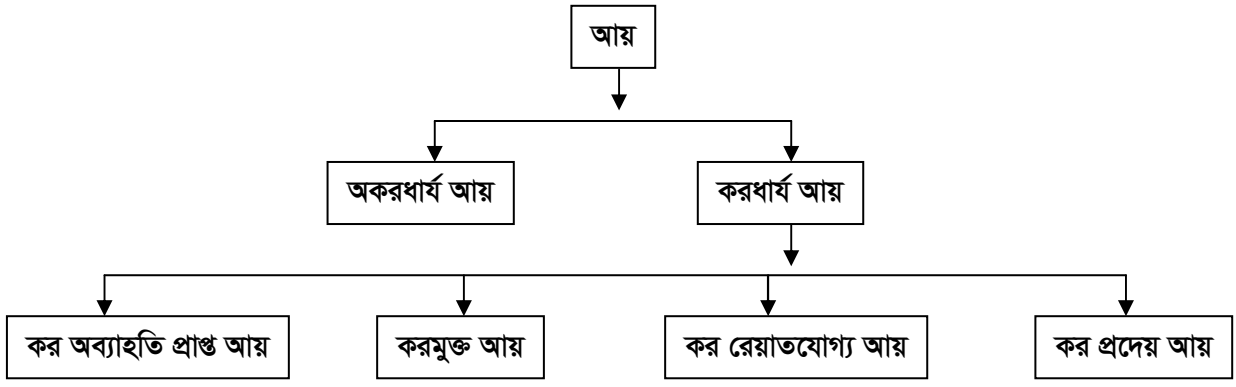

আয়ের উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

১. **অকর ধার্য আয় ঃ** করদাতার মোট আয় নির্ণয়ে যে সব আয় অন্তর্ভূক্ত হয় না তাকে অকরধার্য আয় বলে। ১৯৮৪ সালের আয়কর আয়কর অধ্যাদেশের ৪৪(১) ধারা অনুসারে ষষ্ঠ তফসিলের 'ক' অংশে এ প্রকার আয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। যেমন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রাপ্ত পেনশন সম্পূর্ণ অকরধার্য।

২. **কর ধার্য আয় ঃ** করদাতার মোট আয় নির্ণয়ে যেসব আয় অন্তর্ভূক্ত হয় তাদেরকে করধার্য আয় বলে। অর্থাৎ সামগ্রিক আয় থেকে অকরধার্য আয় বা কর বহির্ভুত আয় বাদ দেয়ার পরে যে আয় থাকে তাকে করধার্য আয় বলে।

কর ধার্য আয়কে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে;
যা নিম্নরূপ:

(ক) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ঃ কর যোগ্য মোট আয়ের যে অংশের উপর সরকার কর অব্যাহতি প্রদান করেছে তাকে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় বলে। যেমন: প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান।

(খ) কর মুক্ত আয় ঃ যেসব আয় করদাতার মোট আয় নির্ণয় এবং করের হার নির্ণয়ের জন্যে মোট আয়ের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং পরবর্তীতে তার উপর গড় হারে কর ছাড় পাওয়া যায় সে সব আয়কে করমুক্ত আয় বলে। যেমন অংশীদারি কারবারের অংশীদার হিসেবে আয়।

(গ) কর রেয়াতযোগ্য আয় ঃ যে সব আয় করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভূক্ত অংশ কিন্ত করদায় নির্ণয় করার সময় উক্ত আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে ছাড় পাওয়া যায় তাকে কর রেয়াতযোগ্য আয় বলে। এটি মূলত আয় নয় বরং আয় হতে বিনিয়োগ। আয়কর অধ্যাদেশে এরূপ বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট তালিকা দেয়া আছে এবং এর সর্বোচ্চ সীমাও নির্ধারিত আছে।

(ঘ) কর প্রদেয় আয় ঃ যে আয়ের উপর করদাতাকে প্রকৃতপক্ষে কর দিতে হয় তাকে কর প্রদেয় আয় বলে। মোট আয় থেকে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, করমুক্ত ও কর রেয়াতযোগ্য আয় বাদ দিলে পাওয়া যায় কর প্রদেয় আয়।

সারসংক্ষেপ:

সাধারনত যা কিছু আসে তাই আয়। তবে আয়করের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাপ্তিকে আয় হতে হলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়কে অকরধার্য আয় এবং করধার্য আয় এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। করধার্য আয়কে আবার কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়, করমুক্ত আয়, কর রেয়াতযোগ্য আয় ও কর প্রদেয় আয় হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ-১.৬ করদাতার শ্রেণিবিভাগ ও আবাসিক মর্যাদা
Classification and Residential Status of Assessee

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- করদাতার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- করদাতার আবাসিক মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

করদাতার শ্রেণিবিভাগ
Classification of Assessee

১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে করদাতাকে দু'টি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

(ক) ব্যক্তির ভিত্তিতে (খ) আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে

(ক) ব্যক্তির ভিত্তিতে করদাতা ঃ আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৪৬) ধারা অনুযায়ী ব্যক্তি হিসেবে করদাতা বলতে নিম্নের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে:

১। **একক ব্যক্তি ঃ** একক ব্যক্তি বলতে এমন কোনো লোক বা সংস্থাকে বুঝাবে যিনি আয়কর প্রদানের উদ্দেশ্যে আয় অর্জনকারী হবেন। সুতরাং যে সব লোক পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায় বা অন্য কোনো উৎস থেকে আয় অর্জন করেন তিনিই একক ব্যক্তি।

২। **অংশীদারি ফার্ম ঃ** বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী গঠিত কারবারকে অংশীদারি কারবার বলে। অংশীদারি কারবারকে ব্যক্তি করদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। **ব্যক্তি সংঘ ঃ** ব্যাক্তি সংঘ বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো সমিতিকে বুঝায়। যেমন সমবায় সমিতি, বণিক সংঘ প্রভৃতি।

৪। **হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ঃ** হিন্দু আইন অনুযায়ী পরিচালিত একান্নবর্তী পরিবার এ ধরনের করদাতা হিসেবে বিবেচিত।

৫। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঃ** জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, রাজউক প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসেবামূলক কাজ ব্যাতীত নিজ স্থানের বাহিরে সেবা জনিত আয়ের জন্যে কর দিতে বাধ্য।

৬। **কৃত্রিম ব্যক্তি সভা ঃ** এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ করদাতা হিসেবে বিবেচিত নয়। এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন - পি.ডি.বি; বি.আর.টি.সি; প্রভৃতি।

৭। **কোম্পানি ঃ** বাংলাদেশে বলবৎ ১৯১৩ অথবা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত কোম্পানীকে বুঝায়। এ আইনে কোম্পানি হিসেবে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত কোনো কর্পোরেশরন, রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী সংস্থাকে কোম্পানির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(খ) আবাসিক মর্যাদা হিসেবে করদাতা ঃ আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে করদাতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **বাসিন্দা বা আবাসিক করদাতা ঃ** আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৫৫) ধারায় উল্লেখিত আবাসিক হওয়ায় শর্তাবলী পালন করলে করদাতাকে আবাসিক করদাতা হিসেবে গণ্য করা হবে। আবাসিক করদাতাকে দেশের ভিতরের ও বাহিরের আয়ের উপর কর দিতে হয়।

২। **অবাসিনদা বা অনাবাসিক ঃ** আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৫৫) ধারার শর্তাবলী পালন না করলে করদাতাকে অনাবাসিক করদাতা বলা হয়। অনাবাসিক করদাতাকে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত আয়ের উপর কর প্রদান করতে হয়।

করদাতার আবাসিক মর্যাদা নির্ণয়ের নিয়মাবলি:

Rules for Determining Residential Status of Assesse

কোনো করদাতার বাসস্থানগত মর্যাদাকে আবাসিক মর্যাদা বলে। কর নির্ধারণে করদাতার আবাসিকতা নির্ণয়ের নিয়মাবলি নিম্নরূপ

১. **একক ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদা :** ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৫৫) ধারার 'ক' দফা অনুসারে, কোনো একক ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'টি শর্তের যেকোনো একটি পূরণ করলে আয়বর্ষে তিনি বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন:।
   (ক) যদি উক্ত ব্যক্তি আয়বর্ষে কমপক্ষে ১৮২ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন;
   (খ) যদি উক্ত ব্যক্তি আয়বর্ষে সর্বমোট ৯০ দিন এবং আয়বর্ষের পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে কমপক্ষে সর্বমোট ৩৬৫ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন।

২. **হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, অংশীদারি কারবার ও ব্যক্তি সংঘের আবসিক মর্যাদা :** আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৫৫) খ ধারা অনুযায়ী যদি এদের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয় উক্ত করদাতা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩. **কোম্পানির আবাসিক মর্যাদা :** আয়কর অধ্যাদেশের ২ (৫৫) গ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো কোম্পানির কর্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আয়বর্ষে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত হয় তবে উক্ত কোম্পানীকে বাসিন্দা করদাতা হিসেবে গণ্য করা হবে।

সারসংক্ষেপ:

১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী করদাতাকে প্রধানত ব্যক্তির ভিত্তিতে এবং আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে এ দু'টি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা যায়। ব্যক্তির ভিত্তিতে আরও কয়েকভাগে এবং আবাসিক মর্যাদার ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তি করদাতাকে বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাঁর অবস্থান সময়কে বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, অংশীদারি কারবার, ব্যাক্তিসংঘ এবং কোম্পানির বাসিন্দা হওয়ার জন্যে তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার স্থানকে বিবেচনায় আনা হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. করের সংজ্ঞা দিন। কর ধার্যের উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. করের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। করের কানুনগুলো বর্ণনা করুন।

৩. করের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য লিখুন।।

৫. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে করের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৬. **টিকা লিখুন:** আয়বর্ষ, করবর্ষ, টিআইএন, কর অবকাশ, করঘাত, করপাত, ন্যুনতম কর, উৎসে কর কর্তন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

৭. আয়করের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৮. আয়করের বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৯. আয়করের উদ্দেশ্যে আয়ের সংজ্ঞা দিন।

১০. আয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

১১. করদাতার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

১২. করদাতার আবাসিক মর্যাদা নির্ণয়ের বিধান উল্লেখ করুন।